পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২১শ সংখ্যা, পাশাঙ্কুশা একাদশী,
১লা অক্টোবর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৮.৫১ – ০৯.২৬
(শ্রীধাম মায়াপুর)।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

জড় জগতের সৃষ্টি

- **সৃষ্টির কারণ** – নিত্যবদ্ধ জীবেদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে এই সৃষ্টি এবং ধ্বংস সাধিত হয়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের স্বতন্ত্রতা বোধ বা অহঙ্কার রয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই ভোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই।
- **এই জড়জগতে জীবকে দুটি সুযোগ দেয়া হয়েছে –**
  - **ভক্তিঃ** নিজের স্বরূপ অবগত হওয়া।
    - ❖ যাঁরা ভক্তির সুযোগটি গ্রহণ করে তাঁরা মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।
  - **ভোগঃ** জড় পদার্থ ভোগ,
    - ❖ এই জীবেরা প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। আবার যখন সৃষ্টি হয় তখন মহত্তত্ত্ব থেকে জেগে ওঠে।
- **মহত্তত্ত্ব** অনেকটা নির্মল আকাশে মেঘের মতো। চিন্ময় জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত এবং সেখানে সব কিছুই চিন্ময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। **অন্তহীন বিরাট চিদাকাশের এক কোণে মহত্তত্ত্ব এসে জড়ো হয়, এবং যে অংশ মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তাকে বলা হয় জড় জগত।** মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত এই অংশটি সমগ্র চিন্ময় জগতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, অথচ সেই মহত্তত্ত্বের ভিতরেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হয় কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু থেকে, যিনি কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই জড় জগতকে সক্রিয় করেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/১ তাৎপর্য)

আত্মোপলব্ধি

- **আত্মোপলব্ধি এবং জড় ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য** – আত্মার বাহ্য আবরণরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে জড়া প্রকৃতি এবং ভ্রমাত্মক বলে জানা। এই আবরণের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান।
- **মুক্তি বা ভগবৎ-দর্শন** – পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই জাতীয় আবরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেটি স্থির নিশ্চিতরূপে জানার নামই হচ্ছে মুক্তি; অথবা ভগবৎ-দর্শন।
- **আত্মোপলব্ধি মানে** হচ্ছে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনগুলির প্রতি উদাসীন হওয়া এবং আত্মার কার্যকলাপে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া।
- **তা লাভের উপায়ঃ** আত্মোপলব্ধির এই পূর্ণ স্তর কখনও কৃত্রিম সাধনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, তা লাভ হয় পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/৩৩ তাৎপর্য)

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পন্থা

- **ভাগবত পূজাঃ** শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করা উচিত।
- তা **যত্ন সহকারে** এবং **ধৈর্য সহকারে** পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্ গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়।
- **শ্রী ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠঃ** চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপদেশ দিয়ে গেছেন, যাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী তাঁরা যেন অবশ্যই ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করেন।
- পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পারমার্থিক লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও সেই একই ফল লাভ করা যায়।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/৪০ তাৎপর্য)
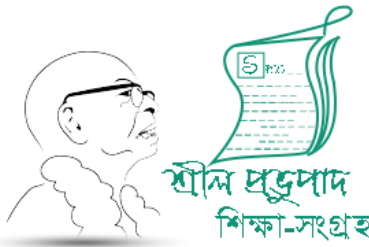
শক্তির রূপান্তর

- ভগবানের শক্তি - অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা।
- তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি এই যে কোন শক্তির মাধ্যমে যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।
  - **দৃষ্টান্তঃ** সুদক্ষ মিস্ত্রি বিদ্যুৎ-শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাপ উৎপাদন করতে পারে, আবার শীতলতাও উৎপাদন করতে পারে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/৩৪ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভগবদগীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর)

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে অন্যান্য স্বতন্ত্ররা রয়েছেন যিনি... অন্য স্বতন্ত্ররা এই ধরনের মোক্ষ বা মুক্তির সাথে সম্মত নাও হতে পারেন। তারা তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে চান এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সহচর্য উপভোগ করতে চান। ঠিক অর্জুনের মতো। চতুর্থ অধ্যায়ে আপনি, আপনি দেখবেন যে অর্জুন... যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে, "এই যোগপন্থা সর্বপ্রথম সূর্যদেব, সূর্যদেবকে আমার দ্বারা বিবৃত হয়েছে, এখন অর্জুন অনুসন্ধান করলেন, সেটা কিভাবে? আপনি... আপনি আমার সমসাময়িক, আপনি কিভাবে বলেন যে আপনি এই যোগপন্থা সুর্যদেবকে অবহিত করেছেন বা নির্দেশ করেছেন? তার অর্থ কোটি কোটি, আমি বুঝাচ্ছি, লক্ষলক্ষ এবং কোটি কোটি বৎসর পূর্বে। সেটি কিভাবে? এটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন। এখন এই প্রশ্নে ভগবান উত্তর প্রদান করছেন, "আমার প্রিয় অর্জুন, তোমার ও আমার পূর্বে বহু জন্ম হয়েছে, কিন্তু তুমি বিস্মৃত হয়েছ। আমি, আমি, আমি বিস্মৃত হইনি।"

এখন, এখন এখানে আপনি দেখছেন যে, যেহেতু অর্জুন দিব্য আনন্দ লাভ করেছেন, তিনি ভগবানের সহচর্যে থাকতে ইচ্ছুক। সুতরাং যদি কেউ ভগবানের সহচর্যে থাকতে চায়, তিনি সাদরে গৃহীত হন। ভগবানের সাথে পাঁচটি ভিন্ন সম্পর্ক রয়েছেঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য... আমার মনে হয় আমি একদিন আপনাকে বলেছি...

স্ত্রীলোকঃ হ্যাঁ। পাঁচ প্রকার মুক্তির নাম বলবেন? ইংরেজিতে?

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি বলব।

স্ত্রীলোকঃ একটি হচ্ছে ভগবানে, আমরা সমাহিত, আমরা সমাহিত...

প্রভুপাদঃ সমাহিত অর্থ অস্তিত্বে বিলীন হওয়া, এটিকে সাযুজ্য মুক্তি। সাযুজ্য-মুক্তি।

স্ত্রীলোকঃ না, কিন্তু ইংরেজিতে।

প্রভুপাদঃ ইংরেজি, তা... সাযুজ্য, এক হওয়া।

স্ত্রীলোকঃ হ্যাঁ, এক হওয়া।

প্রভুপাদঃ সাযুজ্য মুক্তি মানে ভগবানের সাথে এক হয়ে মুক্তি।

স্ত্রীলোকঃ হ্যাঁ। ঠিক আছে। দ্বিতীয়টি কি?

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। ব্যাখ্যা করব। হ্যাঁ।

ছাত্রঃ মুক্তি?

প্রভুপাদঃ মুক্তি অর্থ মুক্তি। মুক্তি অর্থ... এখন আমরা জড়দেহের অহংবাদী স্তরে স্থিত। এখন মুক্তি মানে যখন আমরা জাগতিক অস্তিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করব এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ। সেটিকে মুক্তি বলে। ঠিক যেমন একজন ব্যাক্তি রোগে, জ্বরে ভুগছে। এখন, যখন তিনি, তিনি জ্বরের প্রভাবের বাইরে, তাকে মুক্ত বলা হয়। রোগ-মুক্ত। রোগ-মুক্ত মানে তিনি ব্যাধি মুক্ত। একইভাবে, মুক্তি মানে যেহেতু আমরা জড়দেহ দ্বারা বিভ্রান্ত, যখনই আমরা জীবনের এই জড় চেতনা থেকে মুক্ত হই, তাকে মুক্তি বলে। সেটিকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। ব্রহ্মভূত (ভাগবত ৪/৩০/২০)। সাধারণত, ড. মিশ্র এসব শিক্ষাদান করছেন যে, আপনি যা চিন্তা করছেন, যা আমি, আমি এই দেহ নই। সেটিই হচ্ছে শিক্ষাদানের পূর্ণ পদ্ধতি। সুতরাং আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এটি একই বিষয় যা ভগবদগীতায় সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে যে, আমরা এই দেহ নই। আমাদের জাগতিক পরিচয় মিথ্যা। আমরা ঐ বিন্দুতে এসেছি, ঐ স্তরে এসেছি, আপনি দেখেছেন যে, আমি এই দেহ নই। এবং যেহেতু আমি এই দেহ নই, তাই এই জগতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই জগতের সাথে আমার সম্পর্ক এই দেহ জাত, এই দেহ জাত।

আমি একজন স্ত্রীলোককে স্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করি কারণ আমার দেহ জাত সংযোগ। আমি, আমি কাউকে আমার সন্তান হিসেবে বিবেচনা করি কারণ দেহ জাত সংযোগ। আমি এই শহর, এই দেশ আমার দেশ মনে করি কারণ আমার দেহ এই ভূমিতে বৃদ্ধি লাভ করেছে। সুতরাং এই ভাবে যখন একজন ব্যাক্তি দেহজাত পরিচয়ের ধারনা হতে মুক্তি লাভ করেন তিনি একজন মুক্ত আত্মা হন। তাছাড়া ভগবদগীতার পরবর্তী অধ্যায়ে আপনি খুঁজে পাবেন যে, যত দ্রুত একজন ব্যাক্তি এই ধারনা হতে বের হতে পারেন তিনি প্রসন্নাত্মাঃ "ওহ আমার কোন দায়িত্ব নেই। আমার কোন দায়িত্ব নেই।" ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (ভ.গী. ১৮/৫৪)। যখনই তিনি মুক্ত হন... ঠিক যেমন একজন ব্যাক্তি যখনই জ্বর বা ব্যাধির প্রভাব হতে মুক্ত হন, যখন তিনি আরোগ্য লাভ করেন, তিনি নিজে সুখী হনঃ "ওহ, এখন আমার ব্যাধি দূরীভূত হয়েছে। আমি সুখী।" একইভাবে, যখনই আমরা আমাদের অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক বোধগম্যতায় উপনীত হব, তখনই আমাদের জীবন আনন্দময় হবে। সেটি একটি সংকেত। যদিও একজন ব্যাক্তি জড় অস্তিত্ব হতে মুক্ত, মুক্তি... মুক্তি এই জীবন কালেই লাভ করা সম্ভব। মুক্তি। মুক্তি। এটা, এটা, এটা দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের প্রশ্ন। এখন আমরা পূর্ণরূপে প্রণোদিত যে, "আমরা এই জড় দেহ এবং যখনই... আমি অন্যদিন সক্রেটিসের উদাহরণ প্রদান করেছি। তিনি প্রণোদিত হয়েছিলেন যে, 'আমি এই দেহ নই।" এজন্য তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিনি খুশি হয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন যে, "সেটি কী? আমি গ্রহণ করব!" কারণ তিনি মুক্ত-পুরুষ ছিলেন। এটা... তিনি মুক্ত আত্মা।" কোন কিছু মনে করব না। আপনি আমাকে হত্যা করতে চান। হত্যা করুন। আমি মনে কিছু করব না। ঠিক আছে।" সুতরাং এই মুক্তি। এই হচ্ছে মুক্তি। (বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)

- ☐ আপনি কি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাধারার অনুসারী একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক?
- ☐ আপনি কি ভবিষ্যতে একজন ব্রহ্মচারীরূপে আপনার জীবন শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় উৎসর্গ করতে আগ্রহী?
  - ○ এবং সেজন্য আপনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী ও উৎসাহী?
- ☐ কিংবা আপনি ভবিষ্যতে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে আজীবন শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় ব্রতী থাকার আকাঙ্খী?
  - ○ এবং সেজন্য আপনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী ও উৎসাহী?
- ★ যদি আপনার উত্তরগুলি হ্যাঁ হয় তবে আপনার জন্যেই মায়াপুর ইন্সটিটিউট থেকে একটি ১ বৎসরব্যাপী ভক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

MAYAPUR INSTITUTE
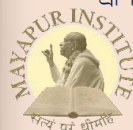
"ভাগবতাশ্রয়"

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ৯টি স্কন্ধ; লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আংশিক)

p.nimai.jps@gmail.com